প্রাথমিকের মতো ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণের দাবি

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত সব স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো জাতীয়করণ ঘোষণা বাস্তবায়নে তিন দফা প্রস্তাবনা পেশ করেছে স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা শিক্ষক ঐক্যজোট। গতকাল রবিবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে সংগঠনটির সদস্যসচিব মাও. মো. আল আমিন এই প্রস্তাবনা পেশ করেন।

মো. আল আমিন বলেন, 'আমাদের দাবি সব ইবতেদায়ি মাদ্রাসা প্রাইমারির মতো একযোগে জাতীয়করণ করতে হবে। প্রাইমারি বিদ্যালয় ঠিক যেভাবে জাতীয়করণ হয়েছে, আমরাও ঠিক একইভাবে প্রস্তাবনা দিয়েছি। প্রস্তাবনাগুলো হলো—১. ১৫১৯টি অনুদানভুক্ত স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসা (মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের তালিকা অনুযায়ী) জাতীয়করণ করতে হবে। ২. রেজিস্ট্রেশন কোডভুক্ত ৫ হাজার ৪৭৮টি (বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের তালিকা অনুযায়ী)। জাতীয়করণ করতে হবে। ৩. রেজিস্ট্রেশনভুক্ত কোডহীন (চলমান হালনাগাদ জরিপ অনুযায়ী) ইবতেদায়ি মাদ্রাসা জাতীয়করণ করতে হবে। তিনি বলেন, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার নীতিমালা-২০২৫ চূড়ান্তকরণ, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসার পাঠদানের অনুমতির স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করতে হবে। রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত কোডহীন স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো কোডের অন্তর্ভুক্তকরণের দাবি জানান। মো. আল আমিন বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মতো স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদ্রাসায় একজন অফিস সহায়কের পদ সৃষ্টি করে নিয়োগের ব্যবস্থাকরণ করতে হবে।

এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের যুগ্মসচিব মো. মাসুদুল হক বলেন, 'আমরা উপদেষ্টার নির্দেশে কাজ শুরু করেছি। ৭০০০ মাদ্রাসা এমপিও করার জন্য প্রস্তাব এরই মধ্যে দিয়েছি।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে ইবতেদায়ি মাদ্রাসা সবচেয়ে বঞ্চিত। এখানকার শিক্ষকরা বিনা বেতনে বছরের পর বছর কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে ৮ হাজার দাখিল মাদ্রাসা আছে, সেগুলোতে সংকট চলছে। পেটে ভাত না থাকলে কীভাবে চাকরি করবে তারা। ইবতেদায়ি মাদ্রাসার ভবন নেই, বেতন নেই, মানুষ বাচ্চাদের ভর্তিও করায় না। এটা মানবিক সংকট। আমরা আপনাদের দাবি অবশ্যই তুলে ধরব।'